সম্পাদকীয়

গুপ্তচরবৃত্তি বা এস্পিওনাজ নামক পেশাটি সম্বন্ধে আমরা কী জানি?

অপ্রিয় শোনালেও আগেই একটা কথা বলি। জেমস বন্ড-সহ দুনিয়ার যত স্পাই-থ্রিলার আমরা দেখি ও পড়ি, তাদের ভিত্তিতে আপনি যা কিছু জেনেছেন (বা জানেন বলে ভেবেছেন), সেগুলো প্রথমেই বাদ দিয়ে দিন। হ্যাঁ, কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। 'টিংকার টেইলর সেইলর স্পাই'-এর মতো সিনেমা, বা সামগ্রিকভাবে লে কেরে-এর রচনা থেকে এই পেশার মানুষজন সম্বন্ধে কিছু অবশ্যই জানা যায়। কিন্তু তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র।

এই পেশায় গ্ল্যামার নেই; অথচ আছে বিশ্বাসঘাতকতা সহ নানা বিপদ।

এতে তথ্য নিয়েই কাজ চলে; অথচ তা সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে থাকে প্রচুর আবেগ এবং ষড়রিপুর খেলা।

পেশাটিকে ঘৃণ্য বলেই বিবেচনা করে সভ্য সমাজ; অথচ এটি ছাড়া রাষ্ট্র, বাণিজ্যিক সংস্থা, এমনকি সমাজের মতো প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না।

এমন নয় যে এগুলো শুধু আধুনিক, গতিময়, আন্তর্জালে বদ্ধ দুনিয়াতেই হয়। সভ্যতার একেবারে ঊষালগ্ন থেকেই মানবসমাজে গুপ্তচরবৃত্তি চলে আসছে। তাদের ঘিরে গড়ে উঠেছে নানা মিথ। অবধারিতভাবেই তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে নানা মিথ্যে।

যে বইটি আপনি হাতে তুলে নিয়েছেন, সেটি মিথ ও মিথ্যার জালের কুয়াশা সরিয়ে এই পেশার ইতিহাসকে তুলে ধরতে চাইছে আপনাদের সামনে।

কিন্তু আর পাঁচটা ইতিহাসের সঙ্গে এর প্রভেদ আছে। কেন বলুন তো? কারণ, এই পেশার মানুষদের মতো এর ইতিহাসও ছোটো-বড়ো নানা ঘটনার আড়ালে থেকে গেছে বরাবর। দুনিয়া এদিক-ওদিক করে দিয়েছে কোনো গুপ্তচর, অথচ তার নামটুকুও স্থান পায়নি কোনো বইয়ে...

এতদিন পর্যন্ত।

এই বই সেই অকথিত, অনালোচিত পেশার ইতিহাস। তারই মধ্যে রয়েছে অনেক হাসি-কান্না, অনেক রক্ত-ঘাম-অশ্রু। রয়েছে অনেক উত্থান ও পতনের কাহিনি। তবে হ্যাঁ, ইতিহাস হলেও লেখক নিজের মজবুত লেখনী ও মেধার সমন্বয়ে একে পরিবেশন করেছেন থ্রিলারের মতো করেই। তাই বলতে পারেন, এ এক অন্যরকম স্পাই-থ্রিলার!

তাহলে পাতা ওল্টান। পৌঁছে যান লেখকের হাত ধরে হাজার-হাজার বছর পেছনে। গুপ্তচরদের গুপ্ত ইতিহাস যখন আপনার নাগালে এসেই গেছে, তখন আর দেরি কীসের?

ধন্যবাদ ও নমস্কারসহ,
ঋজু গাঙ্গুলী

সূ চি প ত্র

প্রাচীন শাস্ত্রে গুপ্তচর	১৫
ফ্যারাও-এর গুপ্তচর	২৩
প্রতিশ্রুত ভূমি (দ্য প্রমিসড্ ল্যান্ড)	৩৪
চিনের গুপ্তচর	৪৩
প্রথম হানি ট্র্যাপ!	৪৬
রাজার চোখ	৫১
কহেন কবি হেরোডোটাস...	৫৮
আলেকজান্ডারের দেশে	৬৯
রোমান সাম্রাজ্যের গুপ্তচর	৮৩
একদিন যারা মেরেছিল তারে গিয়ে...	১০৮
বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের গুপ্তচর	১১৩
‘ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন!...’	১২২
মোঙ্গল সাম্রাজ্যের গুপ্তচরবৃত্তি	১৩৩
অটোম্যান তুর্কি সাম্রাজ্য	১৪৩
মোঘল সাম্রাজ্য	১৫৫
ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ	১৬৬
নিষিদ্ধ নগরীর গুপ্তচর	১৮২
অন্য বোসের গল্প	১৯১
এজেন্টস অফ ‘আই বি’	২০১

প্রাচীন শাস্ত্রে গুপ্তচর

গুপ্তচর' শব্দটি বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে জনমানসে স্থায়ী আসন পেয়েছিল। তবে এই পেশার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। নগরে, প্রান্তরে, পথে এই মানুষেরা তথ্য সংগ্রহ করেছে সেনানী, ভিক্ষুক, রূপোপজীবিনী বা সওদাগরের পেশার আড়ালে। শুধুই যে রাজা বা সম্রাটের হয়ে তারা তথ্য সংগ্রহ করত— এমনটা ভাবলে ভুল হবে। নিঃসন্দেহে রাজতন্ত্রের ঘরানার উদ্ভবেরও আগে এই পেশার উদয় হয়েছিল। প্রতিবেশী গোষ্ঠীটি ঠিক কোন চারণভূমি বা জলের উৎস কাজে লাগিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে, তা জানার জন্যও নিঃসন্দেহে এমন কাউকে সেই জনগোষ্ঠীতে পাঠানো হত, যে তাদের মধ্যে থেকেও স্বার্থ দেখত অন্য গোষ্ঠীর। পরে, যখন এটি পেশা হয়ে ওঠে, তখনও রাজ্যের বা রাষ্ট্রের সুরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি বা মন্ত্রীস্থানীয়েরাই নিয়োগ করতেন এমন ব্যক্তিদের।

ঠিক কী ছিল এই পেশার মূলমন্ত্র? ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি এবং সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি-র প্রাক্তন ডাইরেক্টর, জেনারেল মাইকেল ভি. হেডেন এই পেশার মূল মন্ত্রটি মাত্র একটি বাক্যে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন— উই স্টিল সিক্রেটস্! উইকিলিকস্-কে নিয়ে বানানো তথ্যচিত্রের সুবাদে এই কথাটার সঙ্গে আমরা পরিচিত হলেও তার ইতিহাসের সঙ্গে কি আমরা পরিচিত?

প্রাচীন যুগে যুদ্ধের নীতি বা সামরিক কৌশল নিয়ে লেখাজোখা কমই পাওয়া যায়। তাদের মধ্য থেকে গুপ্তচরদের নাম স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া যায় না। তবে এটুকু বোঝা যায় যে তারা ছিল। এও বোঝা যায় যে তাদের কর্মপদ্ধতির একটা নির্দিষ্ট ব্যাকরণ ছিল। তখনকার যুদ্ধবিদ্যায় নির্ধারিত গুপ্তচরবৃত্তিই যে বর্তমানে সারা পৃথিবী এখনও নিঃশব্দে অনুসরণ করে চলেছে, এই অংশটি সেটাও পাঠকের সামনে স্পষ্ট করে তুলতে সহায়ক হবে।

ফ্যারাও-এর গুপ্তচর

নথিবদ্ধ ইতিহাসের পাতায় প্রায় প্রচীনতম যে কটি গুপ্তচরবৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হল মিশরের গুপ্তচরদের কথা। সেই সময়ের মিশরে গুপ্তচরদের কী বলা হত, আমার যদিও জানা নেই। তবে পিরামিড, বিভিন্ন মন্দিরের চিত্রলিপি বা হায়ারোগ্লিফ থেকে কিছু ঘটনা উদ্ধার করা যায়।

প্রথমে বরং নেপোলিয়নের গল্প বলা যাক। পাঠক ভাবছেন 'ফ্যারাও' বলে নেপোলিয়ন! এ কেমন কথা মশাই? না, না রেগে যাবেন না। নেপোলিয়ন, তবে কিনা 'মিশরের নেপোলিয়ন'। হ্যাঁ মিশরের এই ফ্যারাওকে ইতিহাসের পাতায় 'মিশরের নেপোলিয়ন' বলা হয় তাঁর অসাধারণ সেনাভিযানের জন্য। ফ্যারাও তৃতীয় তুতমোসিস বা থুতমোসিস। তুতমোসিস ১৪৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৪২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রায় চুয়ান্ন বছর মিশর শাসন করেন। তৃতীয় তুতমোসিস শুধু শেষের দিকের কুড়ি বছরে সব মিলিয়ে ষোলোটি সেনাভিযান করেছিলেন। কার্নাকের মন্দির গাত্রে খোদাই করা তথ্য থেকে জানা, তৃতীয় তুতমোসিস নিজের জীবনকালে প্রায় সাড়ে তিনশো ছোটো বড়ো নগর দখল করে নিয়েছিলেন। ইউফ্রেটিস থেকে নীল নদের তীরবর্তী নুবিয়া অববাহিকা পর্যন্ত বিরাট অঞ্চল তিনি মিশরের অধীনে এনেছিলেন। প্রথম তুতমোসিসের পর তিনিই প্রথম ফ্যারাও ছিলেন, যিনি ইউফ্রেটিস নদী পার করে সেনাভিযান করেছিলেন। তবে সব থেকে মজার ব্যাপারটি হল তাঁর প্রথম সেনাভিযানটি মেগিডো (Megiddo) সেনাভিযান, যেটা হয়েছিল আনুমানিক ১৪৫৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এখন খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন হল, তাহলে ফ্যারাও তৃতীয় তুতমোসিস ১৪৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৪৫৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কী করছিলেন?

উনিশতম রাজ বংশের দ্বিতীয় ফ্যারাও প্রথম সেটি (Seti I) রাজ্যের হাল ধরার পরে মিশরের নবোত্থান শুরু হয়। তিনি বেদুইন ও প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে সেনাভিযান করেছিলেন। তবে সে অভিযানের পূর্বের যে তিনি তাঁর গুপ্তচর বিভাগ মারফত সমস্ত খবর নিয়েছিলেন তা কার্ণাকের মন্দির গাত্রে প্রাপ্ত লেখনী থেকে পাওয়া যায়। ব্রেস্টেড মশাই-এর প্রকাশিত সেই মিশরের রেকর্ডে এই অংশটি ইংলিশে যেভাবে নথিবদ্ধ করেছিলেন, সেটাই না হয় এখানে থাক— "One came to say to his majesty: the vanquished Shasu [Bedouin Kabiri], they plan rebellion. Their tribal chiefs are gathered together, rising against the Asiatics of Kharu. They have taken to cursing, and quarreling, each of them slaying his neighbor, and they disregard the laws of the palace."

তবে মিশরের ফ্যারাও আর কাদেশের মধ্যে যুদ্ধ প্রায় কয়েক শতাব্দীর। তাই এই গল্পটা এখানে শেষ হয় না। এর পরেও আমরা পাই গুপ্তচরবৃত্তির এক রোমহর্ষক কাহিনি।

জোহান ল্যুডউইগ

তবে এই গল্পের পেছনে একটা গল্প আছে। আগে সেটা বলে নেওয়া যাক। ১৮১৩ সালে জার্মান ভূ-পর্যটক জোহান ল্যুডউইগ বুর্কার্ড মিশরের দক্ষিণে ঘুরতে গেলেন। এই বুর্কার্ড মহাশয় কিন্তু যা তা লোক নন। ১৭৮৪ সালে সুইজারল্যান্ডে জন্ম এই বুর্কার্ড প্রথমে লন্ডনের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশুনা করেন। সেখানেই প্রাচীন সভ্যতার সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ জন্মায় এবং আফ্রিকার দূরতম প্রান্তগুলিতে হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার খোঁজে আগ্রহী হন। এই উদ্দেশ্যেই প্রথমে সিরিয়া গিয়ে সেখানে চার বছর ধরে আরবিতে লিখতে ও পড়তে শেখেন। পরে নিজের আসল পরিচয় গোপন রেখে বিভিন্ন জায়গায় অভিযানের উদ্দেশ্যে নিজেকে মুসলিম জীবনচর্যায় অভ্যস্ত করে ছদ্মনাম নেন শেখ ইব্রাহিম আবদুল্লাহ। লন্ডনের উপর মহল থেকে প্রাপ্ত আদেশ অনুসারে তিনি প্রথমে সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে যাত্রা করেন। ১৮১২ সালে সিরিয়া থেকে কায়রো যাওয়া পথে তিনি জর্ডনে হারিয়ে যাওয়া শহর পেট্রার খোঁজ পান। এর পরের বছরই প্রথমে মিশরের আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলো দেখে, নীল নদীর অববাহিকা ধরে আরও দক্ষিণে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেন।

নীল নদের দক্ষিণতম প্রান্তে বর্তমান সুদান বর্ডারের কাছে এসে একটি